6

আজকের কাগজ

তারিখ ... 2..1.DEC 1994...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ ...

স্কুলগুলোকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রমে ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবান সূরাগুলো মুখস্থ করা সহ পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রকাশ যে, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে যার প্রধান শিক্ষাসচিব। ঐ সূত্র মতে গত অর্থবছর থেকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থ সাহায্যে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রমকে জীবনমুখী ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদান ও পাঠ্যক্রম সমন্বয়করণ প্রকল্পের অধীনে ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার ইতিপূর্বে প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত সব বিষয়ে ইংরেজি ভাষা আবশ্যিক করার ব্যবস্থা করেছেন। সম্প্রতি তিনি মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষাকে ঐচ্ছিক মাধ্যম করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার শেষ (সর্ব শেষ নয়) প্রয়াসটি হচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি'র পয়সায় স্কুলগুলোকে প্রকারান্তরে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বর্তমান সরকারের তিন/চার বছর সময়ের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছারখার করার এবং বাংলা ভাষার অবমূল্যায়নের যে রেকর্ড স্থাপন করেছেন বাংলাদেশের বিগত কোনো সরকার তা দাবি করতে পারবে না এবং ভবিষ্যতেও কোনো সরকার সে রেকর্ড ভঙ্গ করতে পারবে কি-না সন্দেহ।

শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলাভাষার যে স্থান তার অবমূল্যায়ন করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা অথচ শিক্ষামন্ত্রী বাংলাভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্যম করার কোনো প্রকার প্রয়াস গ্রহণ না করে বিদেশি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করছেন। পাকিস্তান আমলে এমন প্রয়াস চললে এতদিন আগুন জ্বলে উঠত এবং তাতে আইউব খানের শরীফ কমিশনের শিক্ষানীতির মতো সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারের বাংলাভাষা ধ্বংস করার শিক্ষানীতি বিনা প্রতিবাদে চালু হতে পারার কারণ ছাত্রসংগঠনগুলোর নিষ্ক্রিয়তা। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র অঙ্গসংগঠন সমূহের তৎপরতা বর্তমানে লেজুড় বৃত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছাত্র সমাজের কোনো সমস্যা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

যে মানুষের নিজের ধর্ম বা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নেই, যে মানুষ সুবিধা লাভের জন্যে নিজের ধর্ম ও ভাষা পরিত্যাগ করতে পারে আবার কাজ হাসিলের পর নিজের ধর্ম ও ভাষায় ফিরে আসে সে আসলে মানুষ নয়। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যে উদ্ভট সব কর্মকাণ্ড চলছে তাতে আমাদের সন্দেহ হয় যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আদৌ কোনো শ্রদ্ধাবোধ আছে কি-না।